মূল শব্দাবলীঃ
তরুণ
সমস্যা
নীতি

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
1 May 2026 / 13 Zulkaedah 1447H
যুবসমাজ ও আজকের দিনের চ্যালেঞ্জসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমাপ্রার্থী সম্মানিত সুধী,

প্রত্যেক মুহূর্তে এবং প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ভয় করুন। তাঁর সকল আদেশ মান্য করুন এবং তাঁর সকল নিষেধ থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা করুন, আমরা যেন এই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারি। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

সূরা আল-কাহফে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একদল যুবকের কাহিনি বর্ণনা করেছেন, যারা এমন এক পরিবেশে অবস্থান করেও ঈমানের ওপর অটল আস্থা রেখেছিল, যেখানে তাদের বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ১৩ নম্বর আয়াতে বলেন:

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

এর অর্থঃ আমি আপনার কাছে তাদের সংবাদ সঠিকভাবে বর্ণনা করছি; তারা তো ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের ওপর ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত (ঈমানী চেতনা) বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম।

তাফসিরবিদগণ লক্ষ্য করেছেন যে, যদিও "ফিত্যাহ" বা যুবকগণ শব্দটি পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছিল, তবুও এখানে তা পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বিশেষ মর্যাদা তুলে ধরার জন্য—তারা শুধু সাধারণ যুবক ছিল না, বরং এমন যুবক ছিল যাদের অন্তর আল্লাহর ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল।

আল-ইমাম ইবন কাসীর ব্যাখ্যা করেছেন যে, আসহাবে কাহফের যুবকেরা তাদের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের তুলনায় সত্যকে যাচাই করা ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অধিক উন্মুক্ত ছিল। যদিও তারা এমন এক যুগে বসবাস করছিল যা ঈমানকে পরীক্ষার মুখে ফেলেছিল, তবুও তারা বিশ্বাসে দৃঢ় ও নীতিবান ছিল; তারা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছে এবং পূর্ণরূপে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওপর ভরসা করেছে।

অতএব, আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে বয়স দিয়ে মূল্যায়ন করেন না; বরং মূল্যায়ন করেন আন্তরিক হৃদয় ও তাঁর হিদায়াতের প্রতি আত্মসমর্পণকারী আত্মা দ্বারা। আসহাবে কাহফের যুবকদের ঘটনা এ কথার প্রমাণ করে যে, আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, ঈমান সংরক্ষণ করেন এবং যারা সত্যিকারভাবে তাদের রবকে চিনে নেয় তাদের সম্মানিত করেন—যদিও তারা বয়সে হয়তো তরুণ।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত ভাইয়েরা,
আজকের যুবসমাজ যে প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, তা ১৫ বা ২০ বছর আগে আমরা যা দেখেছিলাম তার থেকে অনেক ভিন্ন।

আজ আমরা বহু ইতিবাচক সাফল্য দেখতে পাই, যা নানা ক্ষেত্রে আমাদের যুবসমাজের সক্ষমতা ও সম্ভাবনার প্রতিফলন। একই সঙ্গে আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, এখনো কিছু সামাজিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেখানে কখনো কখনো তারাও জড়িয়ে পড়ে।

প্রিয় ভাইয়েরা, কেন এমন হচ্ছে? এর কারণ হলো পৃথিবী এখন ক্রমেই আরও উন্মুক্ত হয়ে গেছে। বৈশ্বিক রীতি-নীতি—ভালো ও মন্দ উভয়ই—এখন কোনো সীমানা ছাড়াই ছড়িয়ে পড়ছে। তথ্য ডিজিটাল মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

আজকের যুবকদের যে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তা ভবিষ্যতে সমগ্র সমাজের ওপর আরও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আসতে পারে। কারণ আজকের যুবকরাই আগামী দিনের পিতা-মাতা, নেতা এবং পরবর্তী প্রজন্মের অভিভাবক।

এখানে আসহাবুল কাহফের যুবকদের ঘটনা আমাদের জন্য গভীর তাৎপর্য বহন করে। তারাও একসময় এমন সব পরীক্ষা ও চাপের মুখোমুখি হয়েছিল, যা ঈমানকে কাঁপিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জগুলো তাদের দুর্বল করেনি; বরং তাদের ধর্মে বিশ্বাসী থাকার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করেছিল।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আজকের খুতবায় আমাদের আহ্বান জানানো হয়েছে তিনটি পথনির্দেশক নীতির মাধ্যমে মুসলিম যুবকদের মধ্যে দৃঢ়তা গড়ে তুলতে:

প্রথমত: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যাচাই করা

আজ নৈতিক মূল্যবোধকে প্রায়ই ব্যক্তিগত অধিকার ও সামাজিক ধারণার ভিত্তিতে বিচার করা হয়। স্বাধীনতার ওপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু দায়িত্ব, আস্থা ও মর্যাদাকে অনেক সময় উপেক্ষা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান সামাজিক ধারা—যার একটি অংশ গণমাধ্যম দ্বারা প্রভাবিত—বিবাহবহির্ভূত

নারী-পুরুষ সম্পর্ককে প্রধানত স্বাধীনতা ও পারস্পরিক সম্মতির দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবকে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না।

ইসলাম এ বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে দেখে। এটি দীর্ঘমেয়াদি মসলাহাহ বা কল্যাণকে বিবেচনা করে, যেমন বংশধারা সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত মর্যাদা রক্ষা এবং সামাজিক নৈতিকতা বজায় রাখা। এ কারণেই ইসলাম শরিয়ত নির্ধারিত বিবাহবন্ধনের মধ্যেই নারী-পুরুষ সম্পর্ককে বৈধতা দিয়েছে। এটি আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাঁর রহমতের ভিত্তিতে প্রদত্ত এক ধরনের সুরক্ষা।

অতএব, জনসাধারণ যা গ্রহণ করে, তা সবসময় আল্লাহর হিদায়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। ইসলাম অধিকারকে অস্বীকার করে না; বরং তা দায়িত্ব ও প্রজ্ঞার সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়ত: প্রচলিত বিষয়ের ওপর সত্যকে বেছে নেওয়ার সাহস

আজকের অন্যতম বড় পরীক্ষা হলো, যখন ভুল বিষয় স্বাভাবিক হয়ে যায়। কোনো কিছু যখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়, তখন আমরা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বন্ধ করে দিতে পারি। যেমন অশালীন কথা বলা ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করার মতো নেতিবাচক অভ্যাস। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, যখন এমন আচরণকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং মনে করা হয় যে এটি সংশোধনের প্রয়োজন নেই, অথচ বাস্তবে আমরা জানি এটি ভুল ও গুনাহের কাজ।

প্রিয় ভাইয়েরা, ইসলাম শিক্ষা দেয় যে সত্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। "অনেক মানুষ এটা করে" — এই অজুহাত কোনো কাজ সঠিক না ভুল তা নির্ধারণ করে না। আল্লাহ সূরা আল-জাসিয়াহর ১৮ নম্বর আয়াতে বলেন, যার অর্থ: "অতঃপর আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ) দ্বীনের এক সুস্পষ্ট পথে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি তা অনুসরণ করুন এবং যারা জানে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।"

অতএব, একজন মুমিন যুবককে—আসহাবে কাহফের যুবকদের মতো—সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হতে হবে। এই নীতির ওপর অটল থাকা তাদের থেকে আলাদা করে, যারা চারপাশের চাপের স্রোতে ভেসে যায়, আর যারা দ্বীনের হিদায়াতের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তৃতীয়ত: আল্লাহর পথে চলার যাত্রায় সঠিক সঙ্গী নির্বাচন করা

প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা আমাদের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হই—যাদের সঙ্গে আমরা সময় কাটাই এবং যেসব কণ্ঠস্বর আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, সেগুলোর দ্বারা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: "মানুষ তার সঙ্গীর পথ অনুসরণ করে। অতএব, তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য করে সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।" (বর্ণনায় আহমদ)

আজ আমাদের সঙ্গ ও প্রভাবের পরিধি শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যাদের সঙ্গে আমরা সরাসরি সাক্ষাৎ করি; বরং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেসব কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমরা যুক্ত থাকি, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি কিছু বাহ্যিক মূল্যবোধও সূক্ষ্মভাবে আমাদের প্রভাবিত করতে পারে, যেমন ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে। প্রতিটি ক্লিক, প্রতিটি দেখা, প্রতিটি অনুসরণ হৃদয়ের ওপর প্রভাব ফেলে এবং আমাদের চিন্তাধারাকে গঠন করে।

সুতরাং, আসুন আমরা সঙ্গী নির্বাচন ও প্রভাবের পরিধি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার পরিচয় দিই—যা আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আরও নিকটবর্তী করে।

সম্মানিত মুসল্লিগণ,

নিশ্চয়ই যুবসমাজের মাঝে দৃঢ়তা গড়ে তোলার দায়িত্ব শুধু তাদের কাঁধেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি বয়োজ্যেষ্ঠ প্রজন্মের ওপরও একটি আমানত, যাতে তারা প্রজ্ঞা ও সহমর্মিতার সঙ্গে তাদের সঠিক পথনির্দেশনা দেন।

আসুন, আমরা সবাই মিলে এমন এক যুবসমাজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই, যারা ঈমানে দৃঢ়, নীতিতে সুস্পষ্ট এবং তাদের সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে সেই পথে পরিচালিত করুন, যে পথ তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَما بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمّا نَهاكُم عَنْهُ وزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِك حَيْثُ قال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ سادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتَّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، والمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ والحَرْبَ وَالاعْتِداء. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِين، وَفِيْ كُلِّ مَكانٍ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ والأَمانَ لِلعالَمِ كُلِّهِ وَلِلنّاسِ أَجْمَعِين. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.